ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১১/০৪/২০১৮ ।।

মিশ্র সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য এবং পরম্পরা ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

উদয়পুর, ১১ এপ্রিল।। মিশ্র সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরা। এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার। গতকাল সন্ধ্যায় উদয়পুরের নাতিনটিলায় আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী ১৩তম রাজ্য ভিত্তিক গারো সম্প্রদায়ের ওয়ানগালা উৎসবের সমাপ্তি দিনে প্রধান অতিথির ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এ কথা বলেন। তিনি বলেন গারো সম্প্রদায় আমাদের রাজ্যের ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি। ওয়ানগালা গারো সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলে। এই উৎসবের সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান।

বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ জাতি উপজাতি সবাইকে নিয়ে উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রীতির মেলবন্ধন গড়ে তুলতে এবং এলাকার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবার প্রতি আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা গারো ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দীপক মারাক, মাতাবাড়ী ব্লকের বি ডি ও গৌরভ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা গারো ইউনিয়নের সহ সভাপতি সুধীন সাংমা। উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়। উল্লেখ্য ত্রিপুরা গারো ইউনিয়ন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জেলা প্রশাসন, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২ দিন ব্যাপী এই উৎসবে রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের ২৫টি সাংস্কৃতিক দল অংশ গ্রহণ করে।

বক্সনগরে কৃষকদের বিভিন্ন সহায়তা

সোনামুড়া, ১১ এপ্রিল।। কৃষি দপ্তর থেকে বক্সনগর ব্লকের ১০জন কৃষককে ভর্তুকী মূল্যে পাওয়ারটিলার এবং ৪৯ জন কৃষককে ধানমাড়াই মেশিন দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে প্রতিটি পাওয়ারটিলার-এর জন্য কৃষকদের ৭৫ হাজার টাকা ভর্তুকী মূল্যে ২টি পাওয়ারটিলার প্রদান করা হয়েছে।

মহকুমা কৃষি তত্বাবধায়ক জানান,জাতীয় খাদা নিরাপত্তা মিশন প্রকল্পে প্রতিটি ধানমাড়াই মেশিনের জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান ছিল ৩ হাজার ২০০ টাকা এবং ব্লকের পি ডি এফ থেকে বরাদ্দ ছিল ১ হাজার ৬০০ টাকা। সুবিধা প্রাপক কৃষকদের দিতে হয়েছে ১ হাজার ৬০০ টাকা করে। কৃষি তত্বাবধায়ক জানান, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনায় গত অর্থবছরে বক্সনগর ব্লকের কুলুবাড়ী ও আড়ালিয়া পঞ্চায়েতে চাষাবাদের সুবিধার জন্য দুই জন কৃষকের জমিতে দুইটি জলাধার খনন করে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জলাধার খননে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে ব্যয় হয়েছে।

টি এস আর দশম ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

জিরানীয়া, ১১ এপ্রিল।। জিরানীয়ায় টি এস আর দশম ব্যাটেলিয়ানের প্রধান কার্যালয়ের মাঠে আজ স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, ডি জি পি এ কে শুক্লা, এ ডি জি পি এস এস চতুর্বেদী, টি এস আর-এর আই জি পি জি এস রাও, আই জি পি(এল ও) কে ভি শ্রীজেশ প্রমুখ। শিবিরে ১০০ জন জওয়ান স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন এবং জওয়ানরা মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করেন। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবিলায় একটি মহড়া এবং ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লুসিভ ডিভাইস এর উপর একটি প্রদর্শনী হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্য সচিব সহ পুলিশ ও টি এস আরের পদস্থ আধিকারকগণ বৃক্ষরোপণ করেন।

খোয়াইয়ে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান

খোয়াই, ১১ এপ্রিল।। খোয়াই জেলার কৃষি উপ-অধিকর্তার কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল দক্ষিণ গণকী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে দক্ষিণ গণকী ধ্রুবতারা ফার্মার ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১০ লক্ষ টাকার কৃষি যন্ত্রাংশ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতে ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবি। রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়নে কৃষকদের সচেতন করে তুলতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ দেন খোয়াই জেলার কৃষি উপ-অধিকর্তা সংগ্রাম দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মনোজ কান্তি দাস, সুব্রত মজুমদার, তাপস দাস, দেবাশীষ রায়, উদ্যান দপ্তরের উপ-অধিকর্তা কাশিনাথ দাস, দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মকর্তা দীপক নাগ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অনিল চন্দ্র দেবনাথ। অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল মিশন অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন এন্ড টেকনোলজি প্রকল্পে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ধ্রুব তারা ফার্মার ক্লাবের কর্মকর্তাদের হাতে ৩টি পাওয়ারটিলার, ৫টি পাম্পসেট, ধান কাটার মেসিন ২টি সহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রাংশ তুলে দেন।

সাব্রুমে বৈশাখী মেলার প্রস্তুতি সভা

সাব্রুম, ১১ এপ্রিল।। ঐতিহ্যবাহী সাব্রুম বৈশাখী মেলা ও প্রদর্শনী আগামী ৩০ শে এপ্রিল সাব্রুম মেলার মাঠে শুরু হচ্ছে। চলবে ১০ মে পর্যন্ত। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে মেলা পরিচালন কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। ২০টি দপ্তর মেলায় প্রদর্শণী মন্ডব খুলবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সভায় বিধায়ক শংকর রায়কে চেয়ারম্যান করে মেলা পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। মেলা কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস। মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকটি উপ-কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

রূপাইছড়ির গুণধন পাড়ায় প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

সাব্রুম, ১১ এপ্রিল।। সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্প্রতি রুপাইছড়ি ব্লকের গুণধন পাড়া এস বি স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে পূর্ব-সাব্রুম এডিসি ভিলেজের ১৫০ জনকে এস টি সার্টিফিকেট, ১২০ জনকে পি আর টি সি এবং ৮ দম্পতিকে বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। শিবিরে ৯৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। ৭৫টি পরিবারের ১৪০টি গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ঔষধ দেওয়া হয়। ২১৩টি হাঁস-মুরগীর রোগ নিরাময়ের ওষুধ দেওয়া হয়। শিবিরে সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস এলাকার উন্নয়ন নিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে মত বিনিময় সভা করেন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব সাব্রুম এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান অরুণলক্ষ্মী ত্রিপুরা।

১৫ এপ্রিল অমরপুরে বসন্ত উৎসব

অমরপুর, ১১ এপ্রিল।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আগামী ১৫ এপ্রিল মাতা মঙ্গলচন্ডিবাড়ী সংলগ্ন মাঠে সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অমরপুর মহকুমা ভিত্তিক বসন্ত উৎসব-২০১৮ অনুষ্ঠিত হবে। বসন্ত উৎসবে মহকুমার শিল্পীরা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার বিশিষ্ট শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন।

আঠারোভোলায় গড়িয়া উৎসব ১৩ এপ্রিল

উদয়পুর, ১১ এপ্রিল।। জমাতিয়া হদা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১৩ ও ১৪ এপ্রিল রাজ্য ভিত্তিক গরিয়া (বিয়া কৌরাই) উৎসব উদয়পুরের কিল্লা আর ডি ব্লকের আঠারোভোলা এডিসি ভিলেজের মানিক্যতে অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যায় এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন টি টি এ এ ডি সির চেয়ারম্যান ড. রঞ্জিত দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বন ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন এডিসি-র কার্যনিবাহী সদস্য শান্তনু জমাতিয়া ও জয় বাহাদূর জমাতিয়া, জগন্নাথ জিও-র মহারাজ ভক্তি কুমার বৈষ্ণব, হদার পরামর্শদাতা সি কে জমাতিয়া, ব্রজসিং জমাতিয়া, মঙ্গলদেবী জমাতিয়া, কিল্লা বি এ সি-র চেয়ারম্যান ভক্তসাধন জমাতিয়া, বাবা গড়িয়া মিশনের সভাপতি ত্রিপুরা কুমার জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন হদা অক্রা পুলিন্দ কুমার জমাতিয়া। উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় শিল্পীরা সহ রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের শিল্পীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগীত, নৃত্য, পরিবেশন করবেন। উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হবে।

মূকবধির বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহযোগিতা করা হবে : সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

কৈলাসহর, ১১ এপ্রিল।। উনকোটি কলাক্ষেত্রে সমাপ্ত হল দুঞ্চদিন ব্যাপি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ ও বিশেষ সহযোগিতা প্রদান বিষয়ক কর্মশালা। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ-কল্যাণ ও সমাজ-শিক্ষা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। শ্রীমতি চাকমা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আমাদের সরকার উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মূক ও বধির বিদ্যালয়ের উন্নয়নে তিনি সব ধরণের সহযোগিতা করবেন বলে জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সম্পাদক শিক্ষক প্রদীপ পাল। সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক কেশব কর। আলোচনা করেন জেলাশাসক সন্দীপ আর রাঠোর, পুর পরিষদের কাউন্সিলার নীতিশ দে প্রমুখ। পরিবেশিত হয় ক্ষুদে শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান।

সোনামুড়ায় ৩৪৫৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে সহায়তা

সোনামুড়া, ১১ এপ্রিল।। সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত বক্সনগর ব্লক ও সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার ৩ হাজার ৪৫৫ জন কৃষককে কৃষি দপ্তর থেকে সহায়তা দেয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে সার, বীজ ও নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। প্রতি হেক্টর কৃষি জমিতে ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তদের ২ হাজার টাকা, ৫১ থেকে ৭৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তদের ৪ হাজার ৫০০ টাকা এবং ৭৫ শতাংশের বেশী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ৬ হাজার ৮০০ টাকা করে সহায়তা দেয়া হয়েছে। এতে রাজ্য বিপর্যয় ত্রাণ তহবিল থেকে ব্যয় হয়েছে ২৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৬ টাকা। মেলাঘর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্বাবধায়ক মনোজিত ভট্টাচার্য্য এই তথ্য জানিয়েছেন।

প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে : রাজস্ব মন্ত্রী

উদয়পুর,১০ এপ্রিল।। গতকাল থেকে উদয়পুরের নাতিন টিলায় শুরু হয়েছে ১৩ তম রাজ্য ভিত্তিক দুইদিন ব্যাপী ওয়ানগালা উৎসব ও মেলা। ত্রিপুরা রাজ্য গারো ইউনিয়ন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জেলা প্রশাসন ও ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গারো জনগোষ্ঠীর এই উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজস্ব ও মৎস্য মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। এর উদ্বোধন করে রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, আমাদের রাজ্যে জাতি-উপজাতির বসবাস রয়েছে। প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর একটা নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, সংস্কৃতির বিকাশ ছাড়া কোন জাতি স্বত্বার বিকাশ ঘটে না। আমাদের সভ্যতা কৃষি ভিত্তিক। তাই লোক উৎসবের মূলেও রয়েছে কৃষি। গারোদের অন্যতম বড় লোক উৎসব ওয়ানগালা। এই উৎসব এক কথায় নবান্ন উৎসব। রাজ্যের জাতি উপজাতির মধ্যে বিরাজমান শান্তি সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ বলেন, আমাদের রাজ্যে ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠী আছে। প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এগুলি যাতে হারিয়ে না যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমার, ত্রিপুরা রাজ্য গারো ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দীপক মারাক প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহকুমা শাসক তথা উৎসব কমিটির আহ্বায়ক সুভাশীষ বন্দোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রাজ্য গারো ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জেরুম মারাক। এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকার প্রকাশ করেন রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। মেলা উপলক্ষ্যে ১১টি দপ্তর প্রদর্শনী মন্ডপ খোলেছে। সারা রাতব্যাপী আয়োজিত হয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বইমেলায় অষ্টম দিন পর্যন্ত ১কোটি দুঞ্চলক্ষাধিক টাকার বই বিক্রি

আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। ৩৬তম আগরতলা বইমেলার গতকাল ছিল অষ্টম দিন। এদিন বইমেলায় ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ২০০ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। বইমেলায় গত ৮ দিনে মোট ১ কোটি ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৪৯ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

সাহিত্য সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ : শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ গতকাল আগরতলা প্রেসক্লাবে বর্ণমালা প্রকাশনীর গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস রচিত ঞঁঅব্যক্ত কথাগুলিঞ্চ বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য লেখকদের রচিত আরও পাঁচটি গ্রন্থেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়।

অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস-এর লেখা বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, অধ্যক্ষ-এর মতো গুরুদায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে এই ধরণের সৃষ্টিশীলতায় জড়িয়ে থাকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অধ্যক্ষ রচিত ঞঁঅব্যক্ত কথাগুলিঞ্চ গ্রন্থটি তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেছে বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, আমরা সবাই জানি, যে জাতির যত বেশী লোক যত বেশী বই পড়ে সে জাতি তত বেশী সভ্য। বই ও শিক্ষা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। সাহিত্য সমাজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাহিত্য আমাদেরকে সঠিক দিশায় চলতে শেখায়। তিনি জানান, বইমেলাকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে আগামী কিছু দিনের মধ্যেই মোহনপুরেও বইমেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চা ঐতিহ্যময়। এ রাজ্যের জনগণের নন্দন চর্চা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি অনুষ্ঠানে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির লেখকদের রচনা শক্তিরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিদের পুস্পস্তবক ও উত্তরীয় প্রদান করা হয় এবং উদ্বোধনী সংগীতও পরিবেশিত হয়।

সংস্কৃত ভাষা আমাদের জীবনবোধকে আলোকিত করে : শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ গতকাল জগন্নাথবাড়ীস্থিত স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমে সংস্কৃত ভারতী সংস্থা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার উদ্যোগে আয়োজিত ঞুজনপদ সম্মেলনঞ্চ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিশ্বব্যাপী সংস্কৃত ভাষার বিকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে দেব ভাষা, মায়ের ভাষা। এই ভাষা আমাদের জীবনবোধকে আলোকিত করে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ভারতবাসী নয়- বিদেশীরাও এই ভাষা নিয়ে চর্চা করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বরেণ্য কবি টি. এস. ইলিয়টস রচিত ওয়েস্ট ল্যান্ড কাব্যগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার এর কথাও উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, সংস্কৃত ভাষার প্রসারে রাজ্য সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে। নতুন প্রজন্ম যাতে সংস্কৃত ভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে বিকশিত করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার দিকেও নজর দেওয়া হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে আই আই টি মুম্বাই ও আই আই টি খড়গপুর এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষাকে অন্তর্ভূক্তি করার কথাও উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী সংস্কৃত ভারতীর এ জাতীয় উদ্যোগ-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান।

নিতি ফোরামের প্রথম বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আর্থিক প্রগতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। রাজ্যগুলির উন্নতিতে এবং ক্ষমতায়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি নিশ্চিত, ত্রিপুরা, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বের উন্নতিতে নিতি ফোরাম অতিরিক্ত ব্যবস্থা এবং নীতি নির্দেশিকা দেবে। আজ রাজ্য অতিথিশালা সোনারতরীতে আয়োজিত উত্তর-পূর্বের জন্য নিতি ফোরামের প্রথম বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবা, বাসস্থান, শৌচালয় এবং মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণের লক্ষ্য নিয়ে ত্রিপুরা এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের আর্থিক প্রগতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর ভাষণে বলেন, ২০১৫ সালে নিতি আয়োগ গঠন করা হয়েছে। নিতি আয়োগ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। প্রধানমন্ত্রী হলেন এই সংস্থার চেয়ারম্যান। দেশ গঠনের কাজে এবং দ্রুত উন্নতিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলও যেন একসঙ্গে সামিল হতে পারে সেজন্য উত্তর-পূর্ব নিতি ফোরাম কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। তাতে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরও শক্তিশালী হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার উন্নয়নে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাই। ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে আসিয়ান (এ এস ই এ এন) অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে কাজ করছে। উত্তর-পূর্বকে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যুক্ত করে থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে চুক্তির মধ্য দিয়ে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে। এটা ব্যবসা, বাণিজ্য, পর্যটনে উৎসাহ দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি, আঞ্চলিক সংহতি ও সাফল্যের জন্য ত্রিপুরা সরকার জওহরনগর (ত্রিপুরা) থেকে ডারলায়ন (মিজোরাম, ১০৯ কিমি) হয়ে মায়ানমারের কালায় পর্যন্ত ২৫৭ কিলোমিটার রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে।

তিনি বলেন, চার্টার ফ্লাইট, কার্গো ক্যারিয়ার এবং কোল্ড স্টোরেজ, রাতে বিমান ওঠানামার সুবিধা সহ পরিকাঠামোর উন্নয়নে এখনই গুরুত্ব দিতে হবে। ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিমান বন্দরগুলিতে কার্গোর পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং তাইওয়ান, হংকং, ব্যাঙ্কক প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে আগরতলা বিমানবন্দরকে একটি হাব এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের কক্সবাজার হয়ে যে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ রাজ্যে এসেছে তা দিয়ে ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বের

রাজ্যগুলি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্যই ব্যবহার করতে পারছে। এই ব্যবস্থার ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জি জি এস এন এবং এস জি এস এন আগরতলায় স্থাপন করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভূটানের ফুয়েন্টসোলিং থেকে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের কোচবিহারের চাংরাবান্দা পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের কাজ চলছে। যা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে। এই সড়কের সঙ্গে ত্রিপুরাকেও যুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের আরও উন্নতির লক্ষ্যে আরও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের সঙ্গে ত্রিপুরাকেও যুক্ত করতে হবে।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাণীর সঙ্গে বাংলাদেশের দাউদকান্তিকে জলপথে যুক্ত করা প্রয়োজন। এজন্য মহারাণী থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত নদীপথের উন্নতি করতে হবে। ফেনী নদীর উপর সেতু তৈরী এবং চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতিতে বাংলাদেশকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্বের মানুষের কল্যাণে আস্থা এবং সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আগরতলা এবং আখাউড়ার সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে পরবর্তী সময়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে চূড়ান্ত করতে হবে।

ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বহুমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটনের সম্ভাবনাকে উজ্জল করেছে। এখানে সীমান্ত পর্যটন, জলভিত্তিক পর্যটন, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন এবং বন্য প্রাণী ভিত্তিক পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে বিরাট অঞ্চল জুড়ে বন থাকায় ইকো-ট্যুরিজমের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য তিনি পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নতিতে ডোনারের মাধ্যমে আরও অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টি টি এ এ ডি সি এলাকায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রূপায়ণে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে ২৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এ আই বি পি প্রকল্পে মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেচ প্রকল্প রূপায়ণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গোমতী এবং খোয়াই মাঝারি সেচ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শেষ করতে বাকি অর্থ প্রয়োজন। তাছাড়া, ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করতে কেন্দ্রীয় শেয়ারের ৫১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা অবিলম্বে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চলতি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির জন্য ৮৪.১০ কোটি টাকার যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তা এখনো অনুমোদনের অপেক্ষায়। একাদশ পরিকল্পনার আওতায় হাতে নেওয়া ১০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এ খাতে কেন্দ্রীয় অংশীদারিত্বের ২.৫৯ কোটি টাকা এবং আরো কিছু প্রকল্পের ১.১২ কোটি টাকা এখনো পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, দ্বাদশ পরিকল্পনায় হাওড়া, গোমতী ও খোয়াই নদীর পাড় বাঁধানোর জন্য যথাক্রমে ৪২.৯৬ কোটি ৫৪.৯৯ কোটি এবং ৯১.০৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিন্তু মঞ্জুরীকৃত অর্থ হাতে না আসাতে দপ্তরকে এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। জলাই থেকে আমলীঘাট পর্যন্ত এলাকায় ফেনী নদীর দুপাশে ক্ষয় রোধে আরো ১৪.০৭ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে।

ত্রিপুরায় যে সাতটি ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে সীমান্ত বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত সড়ক দ্বারা এগুলিকে যুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর সবগুলি ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনকে সড়ক নেটওয়ার্ক দ্বারা যুক্ত করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে আরো একটি আলাদা প্রকল্প চালু করার কথা বিবেচনা করে দেখা উচিত। আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইন বরাবর আগরতলার কাছাকাছি নিশ্চিন্তপুরে একটি নতুন আই সি পি স্থাপন করা দরকার। তাছাড়া আই সি পির কাছাকাছি কন্টেইনার ডিপোও স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মাত্র দুটি সীমান্ত বাজার বা বর্ডার হাট চালু হয়েছে। বাকিগুলি চালু করার জন্য ভারত সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানী করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পণ্যের উপর শুল্ক ছাড়া যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার কারণে ত্রিপুরা থেকে পণ্য রপ্তানী ব্যাহত হচ্ছে এবং মূলত: এই বাণিজ্য বাংলাদেশের পক্ষে যাচ্ছে। কেননা, যেখানে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানীর মূল্য হচ্ছে ৩০০.২৩ কোটি টাকা, সেখানে পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ৪.৬০ কোটি টাকা। এটা ২০১৬-১৭ বছরের হিসেব। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলি ত্রিপুরার ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন ছাড়া দেশের অন্যান্য ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনের মাধ্যমে রপ্তানী করা যায়। তাই বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করে রাবার, বাঁশ, চা, কাজু বাদাম জাত দ্রব্যাদির উপর থেকে এ জাতীয় প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়া উচিত।

ত্রিপুরার দিকে ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনগুলির পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে। রেল, জলপথ, সড়কপথের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে যাত্রী ও মাল পরিবহণ ব্যবস্থার ও উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনগুলিতে পরিকাঠামো গত ঘাটতি থাকাতে দুঞ্চদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন ব্যাহত হচ্ছে। এ সমস্যাও সমাধান করতে হবে।কমলপুর ও রাঘনা সীমান্ত হাটের জন্য সীমান্তের দুঞ্চদিকেই হাট পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ তা এখনো করেনি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেকার যুবক-যুবতীদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, আধা সামরিক বাহিনী ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে বিশেষ নীতির দরকার। এই অঞ্চলের নতুন উদ্যোগীদের সহায়তা দিতে বিশেষ পরামর্শ, বেশি মাত্রায় ভর্তুকী ও বাজারীকরণের সহায়তা দেওয়া উচিত। স্থানীয় লোকেদের শিল্প, নমুনা ও ফ্যাশন ইত্যাদির বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বিবেচনা করতে পারে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধানে বিশেষ কেন্দ্রীয় অর্থের যোগান থাকা উচিত। তাই পূর্বতন পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় যে স্পেশাল সেন্ট্রাল এসিস্ট্যান্স, স্পেশাল প্ল্যান এসিস্ট্যান্স ছিল নিতি আয়োগেরও এই বিশেষ সুবিধাগুলিকে পুনরায় চালু করা উচিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(এন ই এস আই ডি এস) এর নীতি নির্দেশিকাগুলিকে নমনীয় করা উচিত। এই নীতি অনুসারেই এন এল সি পি আর ঘাটতি মোকাবিলা করা যেতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব সভায় বলেন।